পোশাকে শিল্পকলার উপাদান ও নীতি

ইউনিট
১৪

ভূমিকা

পোশাক পরিচ্ছদ দৈনন্দিন জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। তাই পোশাক প্রস্তুত, নির্বাচন ও পরিধানে শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে খুব কম ব্যক্তিই নিখুঁতভাবে জন্ম গ্রহণ করে। পোশাকে শিল্পকলার উপাদান ও নীতিসমূহের সুপরিকল্পিত প্রয়োগের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশের ত্রুটিসমূহ গোপন করে, সুন্দর দিকগুলো প্রস্ফুটিত করে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতেই পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা। যে পরিচ্ছদ ব্যক্তিত্ব ও দেহের সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে পরিচ্ছদ যত মূল্যবানই হোক না কেন তা বর্জনীয় হবে। ব্যক্তিত্বের বিকাশেই পরিচ্ছদের সার্থকতা। আর ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য প্রত্যেকের উচিত রুচিসম্মত পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৪.১ : শিল্পকলার উপাদান ও নীতি
পাঠ-১৪.২ : পোশাকে রঙের প্রভাব
পাঠ-১৪.৩ : পোশাকে রেখার প্রভাব
পাঠ-১৪.৪ : পোশাকে আকার ও জমিনের প্রভাব
পাঠ-১৪.৫ : পোশাকে শিল্পকলার নীতি

পাঠ-১৪.১ শিল্পকলার উপাদান ও নীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শিল্পকলা কী তা বলতে পারবেন;
- শিল্পকলার উপাদানসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিল্পকলার নীতিসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

যে কোনো সহজ, সরল ও সুন্দর জিনিসই শিল্পকলা। বিশেষ কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে কোনো কিছু তৈরি করাকে শিল্পকলা বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে- যা কিছু সুন্দর, নান্দনিক, আরামদায়ক ও ত্রুটিমুক্ত তাই শিল্পকলা। শিল্পকলাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়- ১) চারুশিল্প ও ২) কারুশিল্প। যে শিল্পকলা পরিবেশকে সুন্দর করে, মনে আনন্দ দান করে তাকে চারুশিল্প বলে। যেমন- চিত্রকলা, সঙ্গীতকলা, নৃত্যকলা ইত্যাদি। অন্যদিকে কারুশিল্প পরিবেশকে সুন্দর করে, মনে আনন্দ দান করে, সেই সাথে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনও মিটিয়ে থাকে। যেমন- বয়নশিল্প, কাঠশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি। পোশাক তৈরি কারুশিল্পের অর্ন্তগত একটি শিল্প। যে কোনো শিল্প সৃষ্টিতেই শিল্পকলার কিছু উপাদান ও নীতির সাহায্য নিতে হয়। অন্যান্য শিল্পের মতো পোশাক শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। শিল্পকলার উপাদান বলতে সেই সব বিষয়কেই বোঝায় যা ব্যতিরেকে শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব। পোশাক শিল্পে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য শিল্পের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা।

শিল্পকলার উপাদান

পোশাক শিল্পে যে সব শিল্প উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- রং, বিন্দু, রেখা, আকার ও জমিন। পোশাকের উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিন্দু, রেখা, আকার ইত্যাদি শিল্প উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে হয়।

পোশাকের আকৃতি সঠিক না হলে অর্থাৎ অতিরিক্ত টাইট বা ঢিলা পোশাক ব্যক্তিবিশেষের মাঝে অস্বস্তি সৃষ্টি করে, কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটায়, অনেক সময় এসব পোশাক যত্রতত্র পরিধান করলে পরিধানকারী দুর্ঘটনারও স্বীকার হতে পারে। আবার দেখা গেছে যে পোশাকের আকারের বিকৃতি ব্যক্তির দৈহিক সৌন্দর্যেরও ব্যাঘাত ঘটায়। পোশাকে বিন্দু, রেখা, আকারের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যেমে অনেক সময় ছোটখাটো দৈহিক ত্রুটি দৃশ্যত দূর করা যায়।

পোশাক শিল্পে কাপড়ের রং ও জমিনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বয়সভেদে কাপড়ের রং ও জমিন ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া পরিবেশ, জলবায়ু, স্থান, কাল এবং ব্যক্তিবিশেষের গায়ের রঙের সাথে মিল রেখে পোশাকের রং নির্বাচন করা উচিত। কারণ কাপড়ের রং যদি সুন্দর ও সঠিক না হয় তাহলে সৌন্দর্যহানি ঘটে এবং সমালোচনার মুখোমুখী হতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে- আকর্ষণীয় পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে রং, আকার, জমিন ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

শিল্পকলার নীতি

যে কোনো শিল্প সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালার যে জ্ঞান আবশ্যক তাকে শিল্পকলার নীতি বলে। অর্থাৎ শিল্প উপাদানগুলো সুসংগঠিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালাগুলো আমাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে সেটাই শিল্পকলার নীতি। পোশাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পের ছয়টি নীতি- ভারসাম্য, অনুপাত, প্রাধান্য, ছন্দ ও মিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পকলার নীতিমালার জ্ঞান জীবনের সবক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হয়। পোশাকের নকশা নির্বাচন, পোশাক তৈরি, আনুষঙ্গিক উপকরণ নির্বাচন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিল্পকলার নীতি কাজে আসে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিল্পকলার উপাদান ও নীতিগুলো চার্টের মাধ্যমে উল্লেখ করুন।

সারাংশ

যে কোনো সুন্দর জিনিসই শিল্পকলা। শিল্পকলাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। চারুশিল্প ও কারুশিল্প। যে শিল্পকলা পরিবেশকে সুন্দর করে, মনে আনন্দ দান করে তাকে চারুশিল্প এবং যে শিল্পকলা পরিবেশকে সুন্দর, মনে আনন্দ দান এবং সেই সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনও মিটিয়ে থাকে তাকে কারুশিল্প বলে। চিত্রকলা, সঙ্গীতকলা, নৃত্যকলা ইত্যাদি চারুশিল্প অন্যদিকে বয়নশিল্প, কাঠশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি কারুশিল্পের উদাহরণ। পোশাক তৈরি কারুশিল্পের অর্ন্তগত একটি শিল্প। যে কোনো শিল্প সৃষ্টির জন্য শিল্পকলার কিছু উপাদান ও নীতির সাহায্য নিতে হয়। পোশাক শিল্পে যে সব শিল্প উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- রং, বিন্দু, রেখা, আকার ও জমিন। শিল্প উপাদানগুলো সুসংগঠিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালাগুলো আমাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে সেগুলোই শিল্পকলার নীতি। পোশাককে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে শিল্পের ৬টি নীতি- ভারসাম্য, অনুপাত, প্রাধান্য, ছন্দ ও মিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শিল্পকলার উপাদানের কোনটি?

ক) ভারসাম্য খ) অনুপাত

গ) রেখা ঘ) ছন্দ

২। কোনটি কারুশিল্পের উদাহরণ?

ক) চিত্রকলা খ) নৃত্যকলা

গ) সঙ্গীতকলা ঘ) বয়নশিল্প

৩। কোনটি চারুশিল্পের উদাহরণ?

ক) চিত্রকলা খ) কাঠশিল্প

গ) মৃৎশিল্প ঘ) বয়নশিল্প

পাঠ-১৪.২ পোশাকে রঙের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- রং এর প্রকারভেদ করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের রং সৃষ্টির পদ্ধতি বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের রঙের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- পোশাকে রঙের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

আমাদের চারপাশের প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব রং রয়েছে। রঙের উৎস প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে। পোশাক পরিচ্ছদে সুষ্ঠুভাবে রং ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন প্রকার রং সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। রং মূলত তিন প্রকার যথা: ১। মৌলিক রং , ২। গৌণ রং এবং ৩। প্রান্তিক রং।

১। মৌলিক রং

লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি রংকে মৌলিক রং বলে । মৌলিক রং বা প্রাথমিক রংগুলো বিশুদ্ধ রং। কেননা এগুলো অন্যান্য রঙের সংমিশ্রণে তৈরি হয় না বরং এদের সংমিশ্রণে আন্যান্য রং সৃষ্টি হয় ।

২। গৌণ রং

দুটো মৌলিক রঙের মিশ্রণে গৌণ রং তৈরি হয়। যেমন-

হলুদ + নীল =সবুজ

নীল + লাল = বেগুনি

লাল + হলুদ = কমলা

সবুজ, বেগুনি, কমলা – মিশ্র বা মাধ্যমিক বর্ণও বলা হয়। এই গৌণ রংগুলোকে

৩। প্রান্তিক রং

মৌলিক রঙের সাথে কাছাকাছি যে কোনো একটি গৌণ রং মিশিয়ে প্রান্তিক রং প্রস্তুত করা হয়। যেমন-

হলুদ + সবুজ = হলদে সবুজ

নীল + সবুজ = নীলাভ সবুজ

লাল + বেগুনি = লালচে বেগুনি

লাল + কমলা = লালচে/কমলা

কমলা + হলুদ = হলদে কমলা

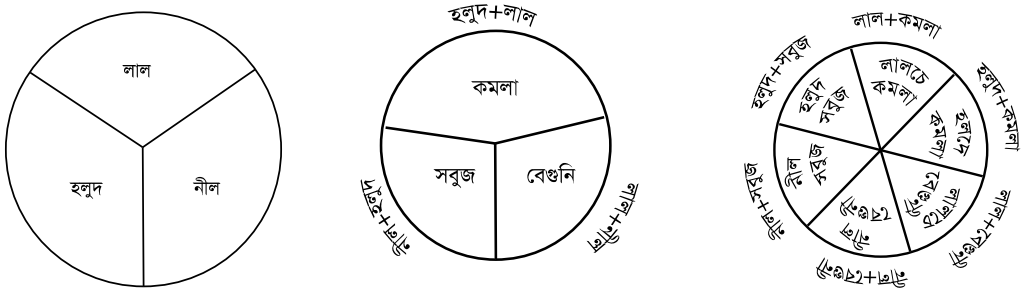

(ক) (খ) (গ)

চিত্র-১৪.২.১: (ক) মৌলিক রং, (খ) গৌণ রং এবং (গ) প্রান্তিক রং

সূর্যলোকের ৭টি রঙের মধ্যে তিনটি মৌলিক, তিনটি মিশ্র ও একটি প্রান্তিক (তুঁতে) রং রয়েছে। সূর্যলোকের ৭টি রঙের একত্র সংযোগে সাদা রং এবং সমস্ত রঙের অভাবে কালো রং পাওয়া যায়।

উষ্ণ বা উজ্জ্বল রং

প্রত্যেক প্রকার রঙেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মৌলিক রংগুলোর মধ্যে লাল ও হলুদ এবং তাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত রংগুলো উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ নামে পরিচিত। সাধারণত উষ্ণ বা উজ্জ্বল রংগুলো আমাদের চোখ পীড়িত করে তোলে, মনে উষ্ণ বা গরম ভাব জাগ্রত করে, দূরের জিনিস কাছে টানে, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বড় করে তোলে এবং অন্যের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে।

শীতল বা স্নিগ্ধ রং

নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো শীতল বা স্নিগ্ধ বর্ণ নামে পরিচিত। শীতল বা স্নিগ্ধ রং-মনে শান্তভাব আনে, বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখায়। এরা সহজে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না।

বিভিন্ন রঙের মধ্যে সম্পর্ক

বিভিন্ন রঙের মধ্যে নানা রকম সম্পর্ক আছে। কতগুলো রঙের মধ্যে মিত্রতার সর্ম্পক (যেমন-হলুদ, হলদে সবুজ, হলদে কমলা) এবং কতগুলোর মধ্যে দ্বন্ধ বা বৈপরীত্যের সম্পর্ক দেখা যায় (যেমন- হলুদ এর বিপরীত বেগুনি, লাল এর বিপরীত সবুজ ইত্যাদি)। মিত্রভাবাপন্ন রংগুলো পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে, আর বিপরীত রংগুলো একে অপরের বিরুদ্ধচারণ করে। বিপরীত রংগুলো পরস্পরের বিরোধীতা করলেও বিপরীত রঙের সমন্বয়ে ও সম্মিলনে একে অপরের পরিপূরক বলে গণ্য হয়। বিপরীত রংগুলোর সমন্বয় দৃষ্টিতে আকর্ষণ করে।

পোশাকে রঙের প্রভাব

পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আরও মাধুর্যময় করে তোলা যায়। আবার যে রং মানায় না সে রঙের পোশাক পরলে মানুষকে মলিন দেখায়। প্রকৃতপক্ষে সবই রঙের কারসাজি। যেহেতু রঙের ভূমিকা ব্যাপক তাই পোশাকের রং নির্বাচনে আমাদের সচেতন হতে হবে। পোশাকে রঙের ভূমিকা সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো-

১। সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠন- রং চেহারের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন আনতে পারে। পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে একটি সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ মনে হবে। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলক্ষ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকে উপযুক্ত রং নির্বাচনে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পোশাকের রং এর ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন ব্যক্তির সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দিতে পারে। পোশাকের রং নির্বাচন করার সময় তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মানানসই রং নির্বাচন করতে পারলে পোশাক দেখে এবং পরে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

২। দেহত্বকে উজ্জ্বলতা প্রদান - পরিধানকারীর দেহ ত্বকের ওপর পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি। তাই পোশাকের রং নির্বাচন করার সময় পোশাক পরিধানকারীর দেহ ত্বক বিবেচনা করা উচিত। পোশাকের রং এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে একই রং বা বিভিন্ন প্রকার রঙের সংমিশ্রণে দেহত্বক বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।

- ফর্সা একজন মেয়েকে যে কোনো রঙের পোশাকেই সুন্দর দেখাবে।
- গায়ের রং কালো হলে গাঢ় রং বর্জন করে এমন রং নির্বাচন করা উচিত, যাতে তার গায়ের রং উজ্জল মনে হয়।
- শ্যামলা মেয়েরা যদি মানানসই হালকা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরে তবে তাদের কিছুটা ফর্সা লাগবে।

৩। দেহাকৃতির পরিবর্তন- রং পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা বা পাতলা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। তাই দেহাকৃতি বিবেচনা করে পোশাকের রং নির্বাচন করা উচিত।

- লম্বা ও মধ্যম দেহাকৃতির মেয়েরা বয়সের সাথে সঙ্গতি রেখে সব রঙের পোশাকই নির্বাচন করতে পারে।
- খাটো বা পাতলা দেহাকৃতির ব্যক্তির পক্ষে দুই রং বিশিষ্ট পোশাক উপযুক্ত হবে না। দুই রং বিশিষ্ট পোশাকে তাকে আরও খাটো মনে হবে। এদের সাধারণত হালকা রঙের পোশাকই মানায়। হালকা এক রঙের শাড়ি, ব্লাউজ এরা নির্বাচন করতে পারে।
- রোগা মেয়েদের পাতলা ভাব বাহ্যিক দৃষ্টিতে কমানোর জন্য উজ্জ্বল রঙের পোশাক নির্বাচন করা যেতে পারে। যাদের কোমর সরু তাদের শাড়ি ও ব্লাউজ বিপরীত রঙের হতে পারে, কিন্তু যাদের কোমর ভারী তারা একই রঙের জামা কাপড় পরতে পারে।
- মোটা মেয়েদের গাঢ় রঙের পোশাক পরলে আরও মোটা দেখাবে। তাই মোটা মেয়েদের জন্য হালকা রঙের পোশাকই ভালো। এরা হালকা রঙের সালোয়ার, কামিজ, ওড়না, শাড়ি, ব্লাউজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ নির্বাচন করতে পারে।

৫। প্রাধান্য সৃষ্টি- পোশাকের রং নির্বাচন করার সময় দেহের সুন্দর অংশকে প্রাধান্য দিতে হলে এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বা গাঢ় রং নির্বাচন করা যেতে পারে। যেমন-

- ফ্রকের বুকের কাছে গাঢ় রঙের নকশা সৃষ্টি করে দেহ বৈশিষ্ট্যটি ফুটিয়ে তোলা যায়।
- হালকা রঙের শাড়িতে কোমরের কাছে গাঢ় রঙের ডিজাইন সৃষ্টি করেও কোমরে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়।
- বিপরীত রং ব্যবহার করেও শারীরের কোনো গঠনে দৃষ্টি আকর্ষণ করানো যেতে পারে।
- কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে প্রকাশ করতে না চায় তাহলে শীতল বা হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করতে পারে, এতে করে শরীরের কোনো অংশই বেশি প্রাধান্য পায় না।

৬। পোশাকে সমন্বয় রক্ষা- রং যেহেতু পোশাকের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই দেহ ত্বক ও শারীরিক গঠনকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য পোশাকে সন্নিবেশিত বিভিন্ন রঙের সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত যাতে সব রং মিলে একটি সমন্বয়ের আভাস পাওয়া যায়। একটি পোশাকে বিভিন্ন রং ব্যবহৃত হতে পারে। এক্ষেত্রে পোশাকে সমন্বয় রক্ষা করতে হলে -

- দুটি রঙের ব্যবহার এক মাত্রায় না হয়ে একটি অপরটি হতে বেশি হওয়া উচিত।
- হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করতে হলে পোশাকের ছোট ছোট অংশে গাঢ় রং ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এছাড়া কোনো ব্যক্তির জন্য যে রংটি মানানসই হবে পোশাকে সে রংটি দিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার নিজের জন্য পোশাক তৈরিতে রঙের ব্যবহার সম্পর্কে মতামত দিন।

সারাংশ

রঙের উৎস প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে। রং মূলত তিন প্রকার: ১। মৌলিক রং , ২। গৌণ রং এবং ৩। প্রান্তিক রং। প্রত্যেক প্রকার রঙেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মৌলিক রংগুলোর মধ্যে লাল ও হলুদ এবং তাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত রংগুলো উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ নামে পরিচিত। অন্যদিকে নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো শীতল বা স্নিগ্ধ বর্ণ নামে পরিচিত। সাধারণত উষ্ণ বা উজ্জ্বল রংগুলো আমাদের চোখ পীড়িত করে তোলে, মনে উষ্ণ বা গরম ভাব জাগ্রত করে, দূরের জিনিস কাছে টানে, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বড় করে তোলে এবং অন্যের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে শীতল বা স্নিগ্ধ রং-মনে শান্তভাব আনে, বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখায় এবং এরা অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আমরা কেন স্নিগ্ধ বা শীতল রং নির্বাচন করি ?

ক) মনে শান্তভাব আনার জন্য
খ) বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বড় দেখানোর জন্য
গ) বস্তুকে কাছে টেনে আনার জন্য
ঘ) অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য

২। নিচের কোন রঙের পোশাক শ্যামলা মেয়েদের জন্য উপযোগী?

ক) উষ্ণ রঙের পোশাক
খ) হালকা উজ্জ্বল রঙের পোশাক
গ) লাল রঙের পোশাক
ঘ) গাঢ় খয়েরি রঙের পোশাক

৩। পোশাকে ত্রুটিপূর্ণ রং নির্বাচনের জন্য ব্যক্তির ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে?

ক) পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে পারে
খ) ব্যক্তির অর্থের সাশ্রয় হতে পারে
গ) ব্যক্তির সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্ব ম্লান হয়ে যেতে পারে
ঘ) ব্যক্তির ওপর কোনো প্রভাব পরবে না

পাঠ-১৪.৩ পোশাকে রেখার প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন ধরনের রেখার পরিচয় দিতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের রেখার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- পোশাকে রেখার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান। কতগুলো রেখার সমন্বয়ে একটি পোশাকের আকৃতি বা অবয়ব গড়ে উঠে। পোশাকের নকশায় রেখার বৈচিত্র্যময় বিন্যাসের ফলে পরিধানকারীকে কখনো লম্বা, কখনো খাটো, কখনো মোটা, আবার কখনো রোগা মনে হয়। পোশাকের নকশায় রেখার সুষ্ঠু বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ছোটখাটো ত্রুটি গোপন করা যায়।

রেখা মূলত দুই প্রকার- সোজা/সরল রেখা ও বক্র রেখা। এছাড়া রেখার গতিপথের ওপর নির্ভর করে রেখাকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১। খাড়া রেখা ২। সমান্তরাল রেখা ৩। জিগজ্যাগ রেখা ৪। বক্র রেখা ৫। তীর্যক রেখা এবং ৬। ভগ্ন রেখা।

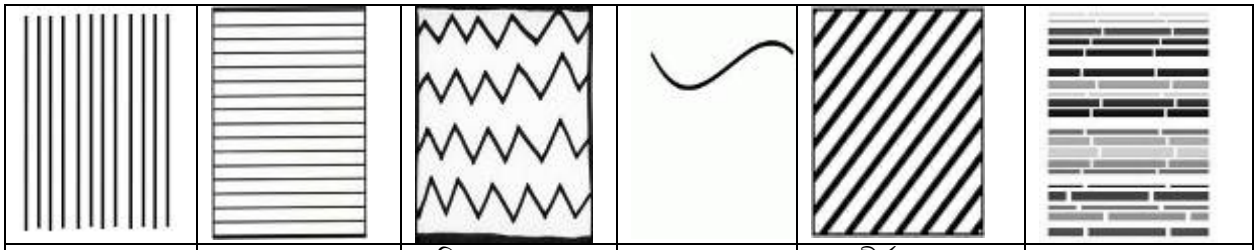

খাড়া রেখা	সমান্তরাল রেখা	জিগজ্যাগ রেখা	বক্র রেখা	তীর্যক রেখা	ভগ্ন রেখা

চিত্র-১৪.৩.১: বিভিন্ন প্রকার রেখা

প্রতিটি রেখার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা পরিধানকারীর দেহ কাঠামো, উচ্চতা, মুখমন্ডল, গ্রীবা প্রভৃতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এসব রেখার সুচিন্তিত নির্বাচন ও সুষম বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ত্রুটি গোপন করে ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। নিচে পোশাকের ওপর বিভিন্ন রেখার প্রভাব তুলে ধরা হলো।

১। খাড়া রেখা

খাড়া বা লম্ব রেখা গম্ভীর উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, সাহস, সততা ইত্যাদি প্রকাশ করে। এই রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাত দৃষ্টিতে বাড়ায়। তাই এই রেখার নকশার পোশাক মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী। এতে দেহের খাটো ভাব কিছুটা দূর হয় এবং দেখতে লম্বা মনে হয়।

২। সমান্তরাল রেখা

এধরনের রেখার মাধ্যমে বিশ্রাম ও আরাম বোঝা যায়। লম্বা ও রোগা মানুষের জন্য এ ধরনের রেখার পোশাক উপযোগী। এতে তাদের দেহের কৃশ ভাব কিছুটা কম মনে হয়। এদের জন্য নিচু কোমর রেখা, বড় বড় পকেট, আড়াআড়ি ইয়ক, চওড়া বক্স প্লিট, চওড়া বেল্ট মানানসই হয়। এধরনের মেয়েরা চওড়া পাড়ের শাড়ি, আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরতে পারে। এ রেখা আপাত দৃষ্টিতে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্যকে হ্রাস করে এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে।

চিত্র-১৪.৩.২: খাড়া বা লম্ব রেখা, সমান্তরাল রেখা ও বক্র রেখা

৩। বক্র রেখা

বক্র রেখা দিয়ে কোমলতা, নমনীয়তা, তৎপরতা ইত্যাদি বোঝানো হয়। বক্র রেখার গতি ঊর্ধ্বমুখী হলে আনন্দ-উল্লাস বোঝায়। পক্ষান্তরে গতি নিম্নমুখী হলে তা বিষাদ বা নিরুৎসাহের ভাব প্রকাশ করে। ঢেউ খেলানো বক্র রেখা আপাত দৃষ্টিতে দৈর্ঘ্য কমায়, তবে সৌন্দর্য ও কোমনীয়তা বাড়িয়ে দেয়। এধরনের রেখা পোশাকে বৈচিত্র্য ও ছন্দ আনে।

৪। তীর্যক রেখা

তীর্যক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে। এই রেখার বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য হ্রাস ও বৃদ্ধি করা যায়। তীর্যক রেখাগুলো ঊর্ধ্বমুখী, সরু ও কাছাকাছি হলে পরিধানকারীকে লম্বা মনে হবে এবং অন্যদিকে নিম্নমুখী, চওড়া ও কাছাকাছি না হলে মোটা ও খাটো মনে হবে।

৫। জিগজ্যাগ রেখা

এই রেখা দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। জিগজ্যাগ রেখার কোণের মাত্রা ও দিকের ওপর নির্ভর করে কোন কোন সময় ব্যক্তিকে লম্বা এবং কোন কোন সময় খাটো ও মোটা মনে হবে।

চিত্র-১৪.৩.৩: তীর্যক রেখা এবং জিগজ্যাগ রেখা

শিক্ষার্থীর কাজ	পোশাকে বিভিন্ন ধরনের রেখার প্রভাবের ওপর একটি চার্ট তৈরি করুন।

পোশাকে বিন্দুর প্রভাব

যে কোনো শিল্পের building block বা ভিত্তি হচ্ছে বিন্দু। বিন্দু বড়, ছোট, মোটা বা চিকন হতে পারে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তাদের প্রত্যেকের মাঝেই আছে রেখা। আর এই রেখার সৃষ্টি হয় বিন্দু থেকে। ছোট একটি বিন্দু যখন গতি পায় তখন তা থেকেই রেখা, আকার, আকৃতি গঠিত হতে পারে। আবার অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর সম্বনয়ে নতুন এক অনুভূতির মাধ্যমে জমিন সৃষ্টি করা যায়, যাকে stippling বলে। পোশাকে বিন্দুর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ছন্দ আনায়ন করা যায়।

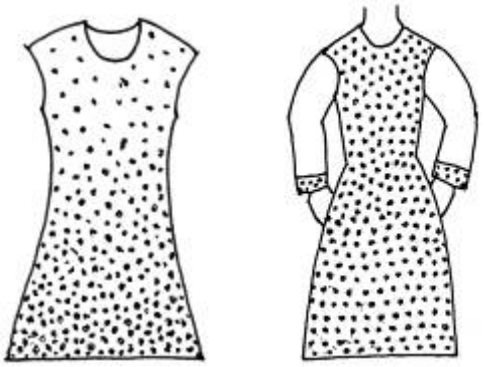

চিত্র-১৪.৩.৪: পোশাকে বিন্দুর ব্যবহার

সারাংশ

পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান। রেখার গতিপথের ওপর নির্ভর করে রেখাকে আবার ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১। খাড়া রেখা ২। সমান্তরাল রেখা ৩। কোনাকুনি রেখা ৪। বক্র রেখা ৫। তীর্যক রেখা এবং ৬। ভগ্ন রেখা। কতগুলো রেখার সমন্বয়ে একটি পোশাকের আকৃতি বা অবয়ব গড়ে উঠে। পোশাকের নকশায় রেখার বৈচিত্র্যময় বিন্যাসের ফলে পরিধানকারীকে কখনো লম্বা, কখনো খাটো, কখনো মোটা, আবার কখনো রোগা মনে হয়। পোশাকের নকশায় রেখার সুষ্ঠু বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ছোটখাটো ত্রুটি গোপন করা যায়। রেখা পরিধানকারীর দেহ কাঠামো, উচ্চতা, মুখমন্ডল, গ্রীবা প্রভৃতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ছোট একটি বিন্দু যখন গতি পায় তখন তা থেকেই রেখা, আকার, আকৃতি গঠিত হতে পারে। আবার পোশাকে বিন্দুর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ছন্দ আনায়ন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন ধরনের রেখার পোশাক ব্যক্তিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে লম্বা দেখানোর জন্য নির্বাচন করতে হবে ?

ক) লম্বালম্বি রেখার পোশাক
খ) আড়াআড়ি রেখার পোশাক
গ) তীর্যক রেখার পোশাক
ঘ) জিগজ্যাগ রেখার পোশাক

২। বিশ্রাম ও আরামের প্রতীক কোন ধরনের রেখা?

ক) খাড়া রেখা
খ) আড়াআড়ি রেখা
গ) বক্র রেখা
ঘ) তীর্যক রেখা

৩। বক্ররেখা ঊর্ধ্বমুখী হলে কী প্রকাশ করে?

ক) আনন্দ উল্লাস
খ) বিষাদ ও নিরুৎসাহ
গ) সংযম
ঘ) সাহস ও সততা

পাঠ-১৪.৪ পোশাকে আকার ও জমিনের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পোশাকে দৈহিক আকারের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পোশাকে বস্ত্রের জমিনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পোশাকে আকৃতির প্রভাব

দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পরিচ্ছদের পোশাকে শিল্পকলার অন্যতম উপাদান আকার এর ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তিত্বের সুন্দর বিকাশই পোশাকের সার্থকতা। ব্যক্তিত্বের সুন্দর বিকাশের জন্য নিজেকে জেনে সে অনুযায়ী পোশাক পরিকল্পনা উচিত। পোশাক নির্বাচন ও প্রস্তুতিতে পরিধানকারীর গাঠনিক যে বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় নেয়া উচিত সেগুলো আলোচনা করা হলো-

১। প্রত্যেকেরই নিজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। দেহের বিভিন্ন পেশি ও অংশ বিশেষের গঠনভঙ্গিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে পরিচ্ছদ বেশি আঁটসাঁট না হয়। বেশি আঁটসাঁট পোশাক সুরুচি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় দেয় না বরং দেহের ত্রুটিগুলো আরো প্রকট করে তোলে।

২। পরিচ্ছদ নির্বাচন করার সময় খাটো, লম্বা, মোটা, পাতলা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় খাটো ও মোটা মেয়েরা বড় বড় ছাপার শাড়ি পরে। এতে তাদের উচ্চতা আরো কমে যায় এবং তাকে আরও মোটা লাগে। এদের জন্য ছোট ছোট ছাপার কাপড় উপযোগী।

৩। যাদের বুক স্ফীত নয় তারা ব্লাউজ বা কামিজে ইয়ক, চিকন টাক, কুঁচি, বুকে তালি, পকেট, চওড়া কলার ইত্যাদি ব্যবহার করে দেহের ত্রুটি গোপন করতে পারে। এছাড়া বেশি স্ফীত বুক এবং প্রশস্ত কোমরযুক্ত মেয়েদের জন্য এমন পোশাক নির্বাচন করা উচিত যা তাদের বুকের স্ফীত ভাব এবং চওড়া কোমড়ের ত্রুটি গোপন করতে পারে। এসব মেয়েদের জন্য ঢিলেঢালা পোশাক উপযুক্ত। প্রশস্ত কোমরের ত্রুটি সুপরিকল্পিত মানানসই কোমর রেখার মাধ্যমে ঢাকা যায়।

৪। যাদের গ্রীবা খাটো তাদের জন্য 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা মানানসই। এসব আকৃতির গলার নকশা ব্যবহার করলে তাদের গ্রীবার খাটো ভাব বেশি বোঝা যায় না। এদের জন্য ছোট গলা বা উঁচু কলার উপযুক্ত নয়। অন্যদিকে যাদের গ্রীবা লম্বা বা সরু তাদের জন্য ছোট গলা এবং উঁচু ফিটিং গলা বেশি মানানসই।

৫। মানুষের মুখের আকৃতি নানা রকম হয়। যেমন-লম্বা, গোল, চারকোণা, ডিম্বাকৃতি। ডিম্বাকৃতি মুখমন্ডলই আদর্শ। এ ধরনের মুখাকৃতির মেয়েরা সব ধরনের গলার নকশাযুক্ত পোশাক বিনা দ্বিধায় নির্বাচন করতে পারে।

৬। লম্বা মুখ হলে ছোট গলার নকশা মানানসই হয়। এতে তাদের মুখের লম্বা ভাব কিছুটা কম মনে হবে। এধরনের মেয়েরা উঁচু কলারের জামা পরলে তাদের গ্রীবার সরু ভাব ঢাকা পড়ে।

৭। অনেকের পিছনের দিকে ঘাড়ের কাছে মাংস স্বাভাবত উচুঁ হয়ে থাকে। তা ঢাকবার জন্য কেউ কেউ উঁচু কলার যুক্ত ব্লাউজ বা জামা পরে। কেউবা তার নিচ দিয়ে পোশাকের গলা কেটে নিয়ে যায়। কিন্তু এ দু'টির কোনটিই দেহের ত্রুটি ঢাকবার সঠিক উপায় নয়। সঠিক উপায় হচ্ছে ব্লাউজের গলার ছাঁটটিকে ঐ মাংসপিন্ডের ঠিক মাঝামাঝি স্থান দিয়ে নিয়ে আসা। এভাবে তৈরি ব্লাউজ পরলে ঘাড়ের কাছের ত্রুটি আর তত প্রকট হবে না।

৮। চেহারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলংকারিক বস্তুও নির্বাচন করতে হবে। যথাযথ নির্বাচিত আভরণের মাধ্যমে চেহারাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে লম্বা, গোল, পাতলা বা মোটা করা যেতে পারে। যেমন- লম্বা চেহারার মেয়ে যদি লম্বা কানের দুল কিংবা একটি লম্বা নেকলেস পরে তাহলে তাকে আরো লম্বা মনে হবে।

৯। পৃথিবীতে খুব কম মানুষই আছে যাদের দেহাকৃতি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর। বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে কিছু কিছু সুন্দর দিক থাকে। যেমন- সুন্দর কোমর, দৈহিক উচ্চতা, সুন্দর স্বাস্থ্য ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু ত্রুটিও দেখা যায়। যেমন-

স্ফীত হিপ, প্রশস্ত কাঁধ, খাটো গ্রীবা ইত্যাদি। দেহের বিভিন্ন অংশের ত্রুটি সুপরিকল্পিত পোশাকের আকৃতির মাধ্যমে গোপন করে সুন্দর দিকগুলো প্রস্ফুটিত করে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

১০। যাদের মুখের আকৃতি চারকোণা বা গোলাকার তাদের 'ভি' আকৃতি এবং 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা ব্যবহার করা ভালো। এতে তাদের মুখের গোল বা চৌক ভাব বোঝা যায় না ।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার দেহাকৃতির জন্য পোশাকের ডিজাইন কেমন হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করুন।

পোশাকে জমিনের প্রভাব

কাপড়ের জমিন নানা ধরনের হয়। নিটিং বা পশমি বস্ত্র নরম, রেশমি কাপড় দেখতে উজ্জ্বল, স্যাটিন বস্ত্র চকচকে এবং সুতি বস্ত্র দৃঢ় প্রকৃতির হয়। সুতি, রেশমি, পশমি ছাড়াও তসর, অ্যান্ডি, অর্গ্যান্ডি ইত্যাদি কাপড়েও আর অনেক জমিন দেখা যায়। বস্ত্রের জমিনের ভিন্নতার জন্য প্রতিটি পোশাক ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়। যেমন- নরম, মধ্যম, দৃঢ়, ওজনে ভারী, চকচকে, নিস্প্রভ ইত্যাদি। জমিনের সুষ্ঠু ব্যবহার করে কেউ নিজেকে কিছুটা লম্বা বা খাটো, রোগা বা মোটাভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

১। জার্সি, শিফন ইত্যাদি নরম প্রকৃতির কাপড়। এসব কাপড়ের পোশাক শরীরের সাথে সেঁটে থাকে, ফলে শরীরের দোষ বা গুণ সহজে বোঝা যায়। নরম কাপড় পরিধানে আরামের অনুভূতি জাগে।

২। মধ্যম ধরনের দৃঢ় প্রকৃতির কাপড় শরীরের সাথে বেশি সেঁটে থাকে না, ফলে শরীরের দোষ সহজে বোঝা যায় না। যেমন- ডেনিম কাপড় ইত্যাদি।

৩। দৃঢ় প্রকৃতির কাপড় বেশ ফুলে থাকে। ফলে পরিধানকারীকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা দেখায়। যেমন- ট্যাফেটা জাতীয় কাপড়।

৪। ভারী কাপড়ে আপাতদৃষ্টিতে দেহ বড় দেখায়। যেমন- পশমি কাপড়।

৫। নিস্প্রভ কাপড় বেশি আলো শোষণ করে, তাই এসব কাপড়ে কোনো বস্তু ছোট দেখায়। ফ্লানেল, ডেনিম প্রভৃতি কাপড়ের জমিন নিস্প্রভ হয়।

৬। চকচকে কাপড়ে আলোর প্রতিফলন হয় বলে পরিধানকারীকে বড় দেখায়। যেমন- সার্টিন, মারসেরাইজ করা সুতি বস্ত্র ইত্যাদি।

ঋতু অনুযায়ী জমিন নির্বাচন

আবহাওয়া অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের কাপড়ের জমিন নির্বাচনে পার্থক্য হয়। শীতকালে বা ঠান্ডা দেশে ভারী জমিনের পশমি জামা, মোজা, সোয়েটার, গায়ের কোট, ইত্যাদি গরম পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হয়। অপরপক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুতি, লিনেন, রেয়ন প্রভৃতি মসৃণ কাপড় দেহের তাপ মোচনে সহায়তা করে বলে এ ধরনের কাপড়ের প্রচলন বেশি। এসব বস্ত্র গরমকালে পরার উপযোগী।

নিস্প্রভ জমিন ও চকচকে জমিন

বস্ত্রের জমিনকে নিস্প্রভ ও চকচকে এ দু ভাগেও ভাগ করা যায়। নিস্প্রভ বস্ত্র বেশি আলো শোষণ করে। বয়স্ক ও মোটা মানুষের জন্য এরূপ বস্ত্র উপযোগী। যেমন- ফ্লানেল, ডেনিম ইত্যাদি। অন্যদিকে চকচকে জমিনের বস্ত্র আলো প্রতিফলন করে বলে পরিধানকারীকে বড় দেখায়। যেমন সার্টিন, পালিশ করা সুতির কাপড়, নাইলন ইত্যাদি। যে সব কাপড়ে ধাতব তন্তুর কাজ থাকে সেগুলোর জমিনও চকচকে হয়। লম্বা, রোগা ও অল্প বয়সীদের জন্য এমন জমিন মানানসই।

বয়স অনুযায়ী জমিন নির্বাচন

সুগঠিত দেহাকৃতির মেয়েরা সব ধরনের জমিনের পোশাকই পরতে পারে। কিশোর বয়স এবং যুবা বয়সের জন্য চকচকে জমিন এবং উজ্জ্বল রঙের জমিন মানানসই। শিশু ও বয়স্কদের শরীরের চামড়া থাকে খুবই স্পর্শকাতর। তাই আরামের দিকে খেয়াল রেখে নরম জমিনের সুতি বস্ত্র তাদের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। ঋতুভেদে রেশমি বা পশমি বস্ত্রও নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে কোনোভাবেই খসখসে জমিনের বস্ত্র নির্বাচন করা উচিত নয়। কৃত্রিম তন্তুর জমিন শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য উপযোগী নয়।

বস্ত্রের জমিন নির্বাচন করার সময় ঋতু, দেহের আকৃতি, বয়স ইত্যাদি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবারের সদস্যদের কার জন্য কী ধরনের জমিনের বস্ত্র উপযোগী ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

পরিচ্ছদ নির্বাচন করার সময় খাটো, লম্বা, মোটা, পাতলা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। খাটো ও মোটা মেয়েরা বড় বড় ছাপার শাড়ি তাদের উচ্চতা আরো কম দেখায় এবং তাকে আরও মোটা লাগে। এদের জন্য ছোট ছোট ছাপার কাপড় উপযোগী। আবার দেহের বিভিন্ন অংশের ত্রুটি সুপরিকল্পিত পোশাকের আকৃতির মাধ্যমে গোপন করে সুন্দর দিকগুলো প্রস্ফুটিত করে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। যাদের গ্রীবা খাটো তাদের জন্য 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা মানানসই। অন্যদিকে যাদের গ্রীবা লম্বা বা সরু তাদের জন্য ছোট গলা এবং উঁচু ফিটিং গলা বেশি মানানসই। ডিম্বাকৃতি মুখাকৃতির মেয়েরা সব ধরনের গলার নকশাযুক্ত পোশাক বিনা দ্বিধায় নির্বাচন করতে পারে। যাদের মুখের আকৃতি চারকোনা বা গোলাকার তাদের 'ভি' আকৃতি এবং 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা ব্যবহার করা ভালো। লম্বা মুখ হলে ছোট গলার নকশা মানানসই হয়। চেহারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলংকারিক বস্তুও নির্বাচন করতে হবে। যেমন- লম্বা চেহারার মেয়ে যদি লম্বা কানের দুল কিংবা একটি লম্বা নেকলেস পরে তাহলে তাকে আরো লম্বা মনে হবে। কাপড়ের জমিন নানা ধরনের হয়। নিটিং বা পশমি বস্ত্র নরম, রেশমি কাপড় উজ্জ্বল, স্যাটিন বস্ত্র চকচকে এবং সুতি বস্ত্র দৃঢ় প্রকৃতির হয়। জমিনের সুষ্ঠু ব্যবহার করে কেউ নিজেকে কিছুটা লম্বা বা খাটো, রোগা বা মোটাভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন ধরনের জমিনের পোশাক মোটা দেহাকৃতির অধিকারীরা পরলে ভালো লাগে না?

ক) নরম কাপড় খ) দৃঢ় প্রকৃতির কাপড়

গ) চকচকে জমিনের কাপড় ঘ) নিস্প্রভ জমিনের কাপড়

২। বৃদ্ধ ও শিশুদের পোশাকের জমিন কেন নরম হওয়া উচিত?

ক) শিশু ও বয়স্কদের গরম বেশি লাগে

খ) শিশু ও বয়স্কদের শরীরের চামড়া থাকে খুবই স্পর্শকাতর

গ) এরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে না

ঘ) সমাজে এরা বিশেষ কোনো কাজে নিয়োজিত থাকে না

৩। 'ভি' এবং 'ইউ' আকৃতির গলা মানানসই-

i. যাদের গ্রীবা খাটো তাদের জন্য

ii. যাদের গ্রীবা লম্বা তাদের জন্য

iii. যাদের মুখের আকৃতি গোলাকার বা চারকোণা তাদের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৫ পোশাকের শিল্পকলার নীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পোশাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় নকশা সৃষ্টিতে শিল্পকলার নীতিসমূহ প্রয়োগ করতে পারবেন।

যে কোনো পোশাক পর্যবেক্ষণ করলেই কাঠামো, নকশা ও রঙের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পোশাকে দুই ধরনের ডিজাইন বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

১। **গঠনমূলক ডিজাইন-** পোশাকের বিভিন্ন অংশ যেমন- কলার, কাফ, ইয়োক, প্লিট, কুঁচি ইত্যাদি ডিজাইন।

২। **সজ্জামূলক ডিজাইন-** পোশাক সেলাই হয়ে যাওয়ার পর বোতাম, ঝালর, লেস ইত্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে অথবা বিভিন্ন রঙে ও নকশায় কাপড় রঞ্জিত করে সজ্জামূলক ডিজাইন গঠন করা হয়।

পোশাকে গঠনমূলক ও সজ্জামূলক ডিজাইন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কাজেই শিল্প উপাদানগুলো সুসংগঠিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালাগুলো আমাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে তাদেরকে শিল্পনীতি বলে।

আকর্ষণীয় পোশাক প্রস্তুতিতে শিল্পের ৫টি নীতি- ভারসাম্য, অনুপাত, প্রাধান্য, ছন্দ ও মিল -এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পোশাক পরিকল্পনা, তৈরি, নির্বাচন, আনুষঙ্গিক উপকরণ বাছাই ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিল্পনীতির ধারণা কাজে আসে।

১। পোশাকে ভারসাম্য

কেন্দ্র স্থির রেখে যখন দুই দিকের সম দূরত্বে সম ভারসম্পন্ন বস্তু সামগ্রী রাখা হয় তখন তাকে ভারসাম্য বলে। অর্থাৎ ভারসাম্যে দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে অধিক ভারী না হয়। পোশাকে তিন ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়। প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ও রশ্মিগত ভারসাম্য।

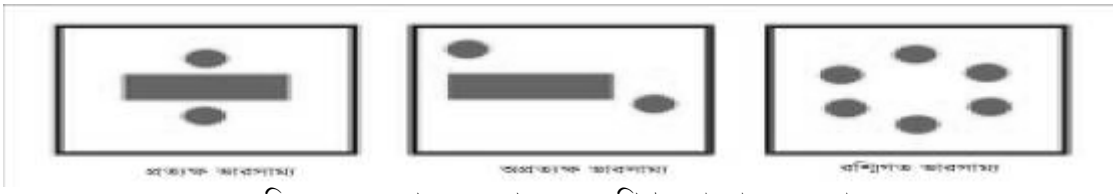

চিত্র-১৪.৪.১: প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ও রশ্মিগত ভারসাম্যের নমুনা

ক) প্রত্যক্ষ ভারসাম্য- লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে কোনো ডিজাইনের উভয় দিক একই রকম দেখালে সেটিকে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে। এধরনের ভারসাম্য সবচেয়ে বেশি স্থির ও মর্যাদাসম্পন্ন মনে হয়। কিন্তু বারবার এধরনের ডিজাইনের পুনরাবৃত্তি করলে একঘেয়ে লাগতে পারে। পোশাকের দুই দিকে একই উচ্চতায় একই ডিজাইনের দুইটি পকেট সংযোজন করে, এক ধরনের নকশা করে কিংবা একই ধরনের প্লিট দিয়ে পোশাকের প্রত্যক্ষ ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়।

খ) অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য- এক্ষেত্রে উভয় দিকে সম অথবা অসম ওজনের বস্তু থাকলেও কেন্দ্র থেকে সম দূরত্বে বা একই উচ্চতায় অবস্থান করে না। এ

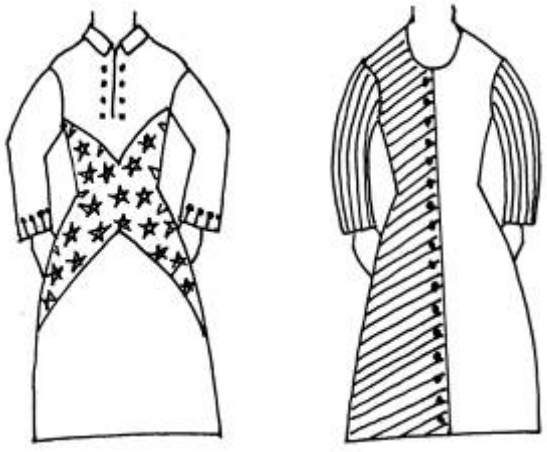

চিত্র-১৪.৪.২: পোশাকে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য ও অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য

ধরনের বিন্যাস খুবই চিত্তাকর্ষক তবে এক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা ও সৃজনশীলতা প্রয়োজন। এরকম বিন্যাসে-

- এক দিকে বড় জিনিস একটি ও অন্য দিকে ছোট জিনিস কয়েকটি রাখা যেতে পারে।
- অধিক আকর্ষণীয় বস্তুটি কেন্দ্র থেকে কাছে রেখে কম আকর্ষণীয় বস্তুগুলো দূরে রাখা যেতে পারে।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে দূরত্ব কমানোর জন্য উজ্জ্বল রং বা আকর্ষণীয় ট্রিমিংস ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আকার বা জমিনের মাধ্যমেও এধরনের ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়, যেমন-মসৃণ লেস, মোটা লেস, সূক্ষ্ম সূচিকর্ম, ভারী সূচিকর্ম, ছোট পুতি, বড় পুতি ইত্যাদির মাধ্যমে এধরনের ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়।
- পোশাকে স্কার্ফ, ফুল, গয়না ইত্যাদিও এরূপ ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে।

গ) রশ্মিগত ভারসাম্য- এরূপ ভারসাম্যে কেন্দ্র থেকে চতুর্দিকে একই দূরত্বে সম ওজনের বস্তু সামগ্রী অবস্থান করে। এই ভারসাম্য রক্ষা করা বেশ কঠিন। সঠিক দূরত্বে বস্তু সামগ্রী সুসজ্জিত করতে না পারলে বিশৃংখল দেখা দেয়। তাই এই ভারসাম্য রক্ষার্থে সতর্ক থাকতে হয়। পোশাকে এরূপ ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারলে চোখ একপাশ থেকে অন্য পাশে, উপর থেকে নিচে এবং সামনের থেকে পিছনের দিকে যায় এবং একটি সুখকর অনুভূতি আসে।

চিত্র-১৪.৪.৩: রশ্মিগত ভারসাম্য

২। পোশাকে অনুপাত

একটি অংশের সাথে অন্য অংশের এবং প্রতিটি অংশের সাথে সম্পূর্ণ জিনিসটির সম্পর্কই অনুপাত। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে পোশাকের ক্ষেত্রে এটি একটি অংকের ব্যাপার। বিষয়টি যাচাই করার জন্য প্রয়োজন- গজ ফিতা, স্কেল ইত্যাদি। বোতামের আকার ও রং বাছাই, দুটি বোতামের মধ্যবর্তী দূরত্ব, লেস বা ব্রেইডের চওড়া বাছাই এবং এদের মাধ্যমে কয়েকটি সারি করতে হলে সারিদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুপাতের নিয়ম জানা আবশ্যক। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে- সেলাই, হেম লাইন, কলার বা ইয়োক লাইন এবং ট্রিমিংস এর মাধ্যমে পোশাকের বিভিন্ন অংশ লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে ভাগ করা যায় । আবার ব্যক্তিবিশেষের শরীরের পোশাক-পরিচ্ছদকেও নানাভাগে ভাগ করা যায়, যেমন-ব্লাউজ, ইয়োক, জ্যাকেট, কাফ, কলার, পকেট ইত্যাদি। এই বিভাজনগুলোতে অনুপাত নীতি অনুসরণ করতে হলে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কখনও সুস্পষ্ট বিভাজন যেমন ১/২, ১/৪, ১/৬ না হয়।

কাজেই-

- ২ পিসের পোশাকের ঝুল যদি শরীরের কাঠামোর অর্ধেক হয় তাহলে তা বর্জন করতে হবে।
- পোশাকে ইয়োক থাকলে তার দৈর্ঘ্য গলা থেকে কোমর রেখা বা বেল্ট পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের ১/২, ১/৪ এর পরিবর্তে ১/৫, ১/৭ বেশি মানানসই হবে।
- কোনো একটি তৈরি পোশাক যদি ছোট বা বড় করতে হয় তাহলেও অনুপাতের নিয়ম অনুসরণ করতে হবে, সম্পূর্ণ পোশাকটিতে অনুপাত ও ভারসাম্য বজায় থাকবে না। যেমন- ছোট করতে গিয়ে পোশাকের গলা থেকে কেমর রেখা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য পোশাকের দৈর্ঘ্যের $\frac{১}{২}$ হয়ে গেলে মোটেই ভালো হবে না।

তাই মনে রাখতে হবে যে-

- বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজেকে বড় দেখাতে হলে পোশাকের নিচের অংশের দৈর্ঘ্য বেশি রাখতে হবে।
- পকেট সেলাই করার পূর্বে তার আনুপাতিক অবস্থান যাচাই করে নিতে হবে।
- ছোট হাতার দৈর্ঘ্য বুক লাইন বরাবর হলে বুকের প্রস্থ বাহ্যিক দৃষ্টিতে বাড়বে।
- জ্যাকেট বা টপসের দৈর্ঘ্য যদি হিপ পর্যন্ত হয় তাহলে হিপের চওড়া বেশি মনে হবে।
- হাতার কাফের গভীরতা সম্পূর্ণ হাতার দৈর্ঘ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে যদি বিপরীত রং বা কাপড় ব্যবহার করা হয়।

৩। পোশাকে ছন্দ

রং, রেখা, বিন্দু, আকার, জমিন ইত্যাদি শিল্প উপাদানগুলো পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে ছন্দ সৃষ্টি করা যেতে পারে। পোশাকের ডিজাইনে ছন্দ রক্ষা করলে চোখ একটি রেখা বা রং থেকে আর একটি রেখা বা রং এর দিকে আকৃষ্ট হয়। পোশাকে চারটি পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়।

ক) পুনরাবৃত্তি- রেখা, রং বা আনুষঙ্গিক উপকরণ বারবার ব্যবহার করে কিংবা সেলাই, বোতাম, সূচিকর্ম, লেস ইত্যাদির সমান্তরাল লাইন সৃষ্টি করে ছন্দ আনা যায়। সাধারণত তিন বা ততোধিক বার রেখা বা আকার ব্যবহার করলে তা একটি নকশায় পরিণত হয়।

খ) বিকিরণ- একটি কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দিকে রেখা ব্যবহার করে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়। পোশাকের গলার রেখা, স্কার্ট ও হাতায় ডার্ট, টাকস্, পুঁতি, সিকুয়েন্স, সূচিকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে এ ধরনের ছন্দ দেখা যায়।

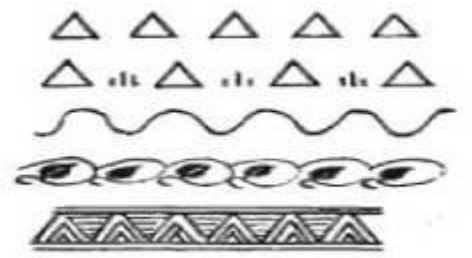

চিত্র-১৪.৪.৪: পুনরাবৃত্তি ছন্দ

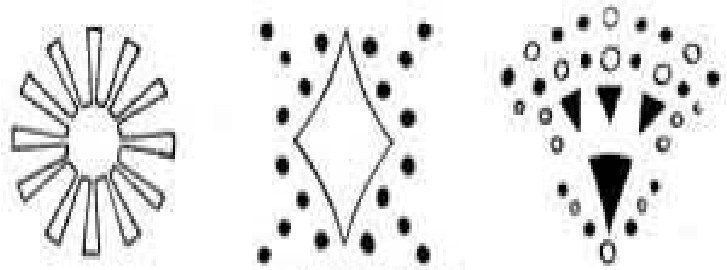

চিত্র-১৪.৪.৫: বিকিরণের মাধ্যমে ছন্দ

গ) ক্রমবিন্যাস- রঙের সেড, রেখা বা আকৃতির ক্রম পরিবর্তন করে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়। রং বা রেখার এই পরিবর্তন প্রস্থ বরাবর না করে দৈর্ঘ্য বরাবর করলে চোখ বেশি আন্দোলিত হয়।

ঘ) নিরবচ্ছিন্নতা- পোশাকে সরল, ঢেউ খেলানো, জিগজ্যাগ ইত্যাদি চলমান রেখা ব্যবহার করে ছন্দ আনা যায়। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ভাঙ্গার জন্য আড়াআড়ি বা কোণাকুণি রেখা ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- কুচি দেয়া লম্বা পোশাকে বেল্টের ব্যবহার।

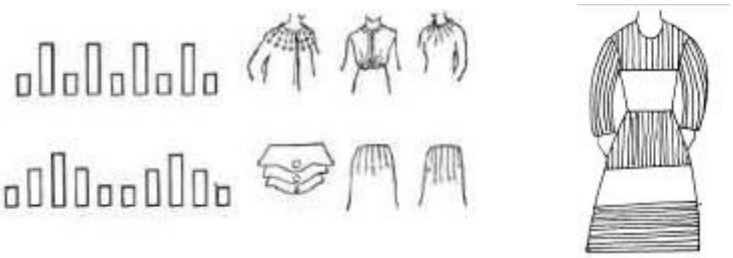

(ক) (খ)

চিত্র-১৪.৪.৬: (ক) পোশাকে বিকিরণ ও ক্রমবিন্যাস এবং (খ) রেখার মাধ্যমে

৪। পোশাকে প্রাধান্য

পোশাকের যে অংশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেটাই প্রাধান্যের কেন্দ্রবিন্দু। অন্যভাবে বলা যায়, পোশাকের আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য যে নকশা বা ডিজাইন করা হয় তাই পোশাকের প্রাধান্য। শরীরের কাঠামোর সাথে প্রাধান্যের কেন্দ্র সম্পর্কযুক্ত। কেননা দেহের যে অংশ বেশি আকর্ষণীয় সে অংশেই সাধারণত প্রাধান্য আনা হয়। প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য গাঢ় বা বিপরীত রঙের নকশা, বেল্ট, বোতাম, লেস ইত্যাদি বাছাই করা যেতে পারে।

চিত্র-১৪.৪.৭: পোশাকে প্রাধান্য

৫। পোশাকে মিল

একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সাথে সম্পর্কই মিল। রং, রেখা, আকার, জমিন ইত্যাদি উপাদানগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পোশাকে মিল বজায় রাখা যায়। মিল বজায় রাখার জন্য-

- একই রকম আকৃতি বা রেখা ব্যবহার করা যায়। যেমন- চারকোণা গলার সাথে চারকোণা পকেট সংযোজন করা যায়।
- সালোয়ার, কামিজ ও ওড়নার রঙের সাথে মিল থাকতে হবে। যেমন- ওড়না ও সালোয়ার এক রং বা ছাপা ব্যবহার করা যায়।

- পোশাকের জমিনের সাথে আনুষঙ্গিক উপকরণের মিল থাকতে হবে। চকচকে জমিনে জরির চুমকির কাজ মানানসই হলেও, অনুজ্জ্বল জমিনের পোশাকে সুতার কাজই বেশি মানাবে।

তবে অতিরিক্ত মিল আবার অনেক সময় একঘেয়ে ভাব আনে। যেমন- লাল রঙের জামা, ওড়না, সালোয়ারের সাথে লাল ব্যাগ, গহনা, জুতা সবই মিলে গেলে বৈচিত্র্য হারিয়ে যায়। কাজেই যুক্তিসঙ্গতভাবে বৈচিত্র্য আনতে হবে।

পোশাকে শিল্পনীতির যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হবে এবং তা অন্যকে আকর্ষণ করবে। তাই পোশাকে শিল্পনীতির প্রয়োগ সম্পর্কিত জ্ঞান সবারই অল্পবিস্তর থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার পোশাকে কোন কোন উপায়ে শিল্পকলার নীতিসমূহের প্রয়োগ ঘটাতে পারেন তা আলোচনা করুন।

সারাংশ

পোশাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পের ছয়টি নীতি- ভারসাম্য, অনুপাত, প্রাধান্য, ছন্দ ও মিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পোশাকে তিন ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়। প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ও রশ্মিগত ভারসাম্য। পোশাকের একটি অংশের সাথে অন্য অংশের এবং প্রতিটি অংশের সাথে সম্পূর্ণ জিনিসটির সম্পর্কই অনুপাত। রং, রেখা, বিন্দু, আকার, জমিন ইত্যাদি শিল্প উপাদানগুলো পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে পোশাকে ছন্দ সৃষ্টি করা যেতে পারে। পোশাকের আকর্ষনীয় অংশই প্রাধান্য। একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সাথে সম্পর্কই মিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পোশাকে একঘেয়েমী ভাবের কারণ কোনটি?
- ক) পুনরাবৃত্তি
- খ) প্রত্যক্ষ ভারসাম্য
- গ) বিকিরণ
- ঘ) রশ্মিগত ভারসাম্য

২। পোশাকে প্রাধান্য বলতে কী বোঝায়?
- ক) পোশাকের লম্বালম্বিভাবে উভয় পাশে একই নকশা প্রয়োগ
- খ) পোশাকে রঙের শেড ব্যবহার
- গ) পোশাকের যে অংশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়
- ঘ) পোশাকে একই আকৃতি বা রেখা ব্যবহার

৩। পোশাকের ক্ষেত্রে কোনটি গঠনমূলক ডিজাইন?
- ক) কলার, কাফ, কুচি, প্লিট এর নকশা
- খ) বোতাম, ঝালর, লেস সংযোজন
- গ) বিভিন্ন রং এর সমন্বয়
- ঘ) বিভিন্ন রেখার প্রয়োগ

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রিমি ও রানু দুই বান্ধবী। দু'জনে একই রকম পোশাক বানাতে চায়। কিন্তু রিমি খাটো এবং মোটা। অন্যদিকে, রানু লম্বা এবং ক্ষীণকায়। দু'জনের উপযোগী কাপড় বাছাই করতে তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।
- ক) মৌলিক রংগুলো কী কী?
- খ) শ্যামলা বর্ণের দেহত্বকের মেয়েদের কোন ধরনের রং এর পোশাক মানানসই হবে?
- গ) রিমির জন্য বড় বড় ছাপার কাপড় বেমানান - ব্যাখ্যা করুন।
- ঘ) রানুর দেহাকৃতির সাথে মানানসই পোশাক পরিকল্পনা করুন। আপনার পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১ : ১। গ ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.২ : ১। ক ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৩ : ১। ক ২। খ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৪ : ১। খ ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৫ : ১। ক ২। গ ৩। ক